

বেকার হওয়ার ঝুঁকিতে সোয়া কোটি মানুষ

করোনা ও বাজেট

করোনা সংকটে বিপুল সংখ্যক মানুষ
ঝুঁকিতে আছেন, এতে দারিদ্র্য বাড়বে
বলে মনে করে এসডিজি বাস্তবায়নে
নাগরিক প্ল্যাটফর্ম।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দেশে করোনা সংকটের কারণে ১ কোটি ৩০ লাখ
মানুষ কর্মহীন বা বেকার হওয়ার ঝুঁকিতে আছেন।
এই সংখ্যা বর্তমান শ্রমশক্তির ২০ শতাংশের বেশি।
এই হিসাবে অবশ্য কৃষি খাতকে আনা হয়নি।
করোনা ভবিষ্যৎ শ্রমবাজারে মজুরি কমিয়ে দিতে
পারে। সংকুচিত হতে পারে শ্রমিকের অধিকার।
শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণও কমতে পারে।

এ ছাড়া শ্রমশক্তিতে নতুনভাবে যুক্ত হওয়া তথা
কাজপ্রত্যাশীদের আগের চেয়ে কঠিন পরিস্থিতির
মুখোমুখি হতে হবে। বিদেশ ফেরত শ্রমিকেরাও
সমস্যায় পড়বেন। সব মিলিয়ে দারিদ্র্য বাড়বে।

গতকাল বৃহস্পতিবার এসডিজি বাস্তবায়নে
নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ আয়োজিত ভার্চুয়াল
বাজেট আলোচনার মূল প্রবন্ধে এসব কথা বলা
হয়েছে। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এসডিজি
প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক ও সেন্টার ফর পলিসি
ডায়ালগের (সিডিপি) বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয়
ভট্টাচার্য।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, এসডিজি বাস্তবায়নে
বাজেটে এত দিন ধরে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর
পাশাপাশি করোনার কারণে নতুনভাবে ঝুঁকিতে পড়া
জনগোষ্ঠীর দিকেও নজর দিতে হবে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি সিপিডির চেয়ারম্যান
বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান করোনায়
স্বাস্থ্য খাতের নাজুক পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন।
তিনি বলেন, একটি সর্বজনীন মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা
নিশ্চিত করা দরকার। সরকারি স্বাস্থ্যসেবায় মোট
দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৩-৪ শতাংশ খরচ
করা উচিত। এ জন্য স্বাস্থ্যসেবা বিস্তৃত করা এবং মান

বৃদ্ধির জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নেওয়ার
সুপারিশ করেন তিনি। এ ছাড়া সার্বিকভাবে সরকারি
অর্থ খরচের পুরো বিষয়টি পর্যালোচনার সময়
এসেছে বলে মনে করেন এই অর্থনীতিবিদ।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, করোনার কারণে
বেকারত্ব যেমন বাড়বে, তেমনি বৈষম্যও বাড়বে।
দারিদ্র্যও বেড়ে যাবে। বাজেটে করোনা সংকট
মোকাবিলায় বরাদ্দ কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে,
এর কৌশল বলা হয়নি। তাঁর মতে, এসডিজি সামনে
রেখে জাতীয় পুনর্গঠন বা পুনরুদ্ধার পদক্ষেপ
নেওয়া উচিত।

দারিদ্র্য ও বৈষম্য বৃদ্ধির সঙ্গে একমত প্রকাশ
করেন পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি
বিভাগের (জিইডি) সদস্য শামসুল আলম। তিনি
বলেন, জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৮ দশমিক ৯ শতাংশে
উন্নীত করতে না পারলে ২০৩০ সালের মধ্যে 'শূন্য'
দারিদ্র্য করা সম্ভব না-ও হতে পারে। আয় বৈষম্য
বাড়লে দুঃসহ পরিস্থিতি হতে পারে। প্রণোদনার
ঢাকা ব্যাংক খাত ছাড়া উদ্যোক্তাদের কাছে যাওয়ার
আর কী বিকল্প হতে পারে, তা জানতে চান তিনি।

আলোচনা

করোনা সংকটে শিক্ষা পুনরুদ্ধারে বাজেটে বরাদ্দ
নেই বলে মনে করেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের
উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী। তাঁর মতে, এই সংকটে
স্কুল থেকে বারে পড়ার হার, বাল্যবিবাহ—এসব
বাড়তে পারে।

কালোঢাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়ায়
বাজেটকে দুর্নীতিসহায়ক বলে মনে করেন
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি)
নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান। তাঁর মতে,
পাচার করা টাকায় ৫০ শতাংশ কর আরোপ করা
'খুনের আসামিকে তিরস্কার করা'র মতো বিষয়।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন সাংসদ অ্যাডোমো
দত্ত, ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি আসিফ
ইব্রাহিম, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী
পরিচালক শাহীন আনাম, সিপিডির বিশেষ ফেলো
মোস্তাফিজুর রহমান, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস
পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথের উপদেষ্টা
আহমেদ মুশতাক রেজা চৌধুরী প্রমুখ।

Home » Business

12:00 AM, June 19, 2020 / LAST MODIFIED: 01:00 AM, June 19, 2020

Budget should leave no one behind Citizen's Platform for SDGs says



Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

Star Business Report

Implementation of the proposed budget for fiscal 2020-21 requires a detailed work plan alongside a periodic reporting system with a focus on the concept of "Leaving No One Behind", said the Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh yesterday.

It suggested using the SDG framework for designing the recovery strategy for the Covid-19 pandemic by embedding national priority indicators and articulating and

linking the new challenges to SDG delivery in framing the Eighth Five-Year Plan.

The platform, which comprises more than 100 non-state actors and their networks and associates, also proposed increasing availability, accessibility and usability of disaggregated data and setting up a social accountability system, driven by non-state actors, to ensure delivery to Leaving No One Behind.

The suggestions came under a new initiative of the platform titled "Strengthening Citizen's Engagement in Delivering SDGs in view of Covid-19 Pandemic". They were presented at a webinar styled "New Challenges to SDG Delivery in BD and Budget21" yesterday.

Prof Mustafizur Rahman, a distinguished fellow at the Centre for Policy Dialogue (CPD), suggested raising the tax-GDP ratio to 14 per cent, avoiding loan traps induced by deficit financing, and joining initiatives for debt cancellation and global compacts for the private sector to attain the SDGs by 2030.

Mushtaque Chowdhury, vice-chairperson of Brac, spoke of the need for healthcare reforms, including increasing investment in healthcare from 1 per cent of GDP to 2.5 per cent and establishing a permanent health commission.

He also called for separating purchaser and provider to ensure accountability in procurements and good governance at the management level, and to tackle weaknesses in research and data.

Asif Ibrahim, an entrepreneur and a member of the platform's core group, suggested simplifying the process to avail government support in the form of working capital, initiating public-private partnerships to ensure housing and healthcare for workers and waiving VAT collection for a year.

Rasheda K Choudhury, executive director of the Campaign for Popular Education, stressed the need for allocations in education research and protecting gains made with regard to malnutrition and child labour.

Dr Iftekharuzzaman, executive director of the Transparency International Bangladesh, said the budget awarded corruption, encouraged inequality and went against the constitution, laws of the land and the SDGs all the while whistle-blowers were being harassed.

Shaheen Anam, executive director of the Manusher Jonno Foundation, said she found no budgetary measures on addressing the challenges such as domestic violence, increased work burden at home and child marriage faced by women now heightened by the pandemic.

Shamsul Alam, a member of the General Economics Division of the planning ministry, advocated for continuation of "soft lockdowns" and acknowledged the need for avenues other than banks for the financial inclusion of farmers.

Md Shahid Uz Zaman, executive director of the Eco Social Development Organization, said around 20 lakh people of plain land ethnic communities got no focus in the budget. Migrant workers in the north-western regions who were made redundant also necessitated attention.

Smallholder tea cultivators of Thakurgaon and Panchagarh are suffering from a drop in price of tea leaves from Tk 40 to Tk 14 a kilogram for a syndicate, he said.

There are doubts over how sharecroppers would avail the government support announced for farmers through the credit market as the package was intertwined with land ownership, he added.

Ashrafun Nahar Misti, executive director of Women with Disabilities Development Foundation, said the Bangladesh Bureau of Statistics needed to focus on generating data on whether the 18 lakh challenged persons were getting the government's allowance.

Just 1.96 per cent of the social safety net allocation was for the challenged, whose capacity for productivity again failed to get due recognition, she said.

Hassan Ali, president of the Ageing Support Forum, said the elderly, who constituted 8 per cent of the population, were not accommodated in the health budget.

Stay updated on the go with The Daily Star Android & iOS [News App](#). [Click here](#) to download it for your device.

The Daily Star Breaking news alert on your phone

Grameenphone:

Type START <space> BR and send SMS it to 22222

Robi:

Type START <space> BR and send SMS it to 2222

Banglalink:

Type START <space> BR and send SMS it to 2225

Find more information on SMS subscription

Citizen's Platform for SDGs: 13m people risk losing jobs

DT dhakatribune.com/business/2020/06/18/citizen-s-platform-for-sdgs-13m-people-risk-losing-jobs

June 18, 2020

Workers look at a layoff notice outside Sigma Fashion Ltd at Dhanaid area of Ashulia in Savar on Saturday, April 25, 2020 **Dhaka Tribune**

Eminent citizens, economists call for SDGs implementation

Citizen's Platform for SDGs (Sustainable Development Goals), Bangladesh on Thursday said an estimated 13 million people were at risk of losing jobs due to the prolonged Covid-19 crisis that hit the country's economic activities badly.

The estimated figure was about 20.1% of the latest labour force data (2016-17), said the platform.

The study titled, "Strengthening Citizen's Engagement in Delivering SDGs in view of Covid-19 Pandemic" was conducted by the Citizen's Platform for SDGs (Sustainable Development Goals), Bangladesh.

The study report was released at a virtual dialogue themed "SDG's New Challenges and Budget for 2020-21" in the capital.

People employed as temporary or part-time arrangements were at risk of losing jobs, said Debapriya Bhattacharya, convener of the platform.

"This number is underestimated, as we did not take into account the new entrants in the labour market since 2017. Considering the current situation, the number of citizens at risk of losing their jobs will increase," he added.

Debapriya also said, "In this case, the backward and marginalized people of the country are more at risk".

Speakers recommended the government moved forward adopting the SDG structure for recovery of the economy and employment of citizens.

Professor Rehman Sobhan, chairman of Centre for Policy Dialogue (CPD) and advisor of the Platform presided over the virtual dialogue, while Dr. Shamsul Alam, Member (Senior Secretary) of General Economics Division (GED) attended the programme as chief guest.

The Chittagong Stock Exchange (CSE) Chairman Asif Ibrahim, Transparency International Bangladesh (TIB) chapter Executive Director Iftekharuzzaman, former advisor of a caretaker government Rasheda K Chowdhury, distinguished fellow of CPD Professor Mustafizur Rahman, and Aroma Dutta MP, also a Member of the Standing Committee on Ministry of Social Welfare, were also present as panel speakers.

Speakers said ensuring accountability and transparency were vital to implement the proposed national budget for FY21 and achieve the Sustainable Development Goals in Bangladesh.

They also said the SDGs implementation would be challenging amid the Covid-19 pandemic.

“We notice a financial weak structure in the proposed budget for 2020-21. The disparity in various sectors of society would go up further in the country. However, proper action plan is needed to implement the budget,” Debapriya said.

He said the government should use the structures of SDGs in the national reconstruction plan and include all new challenges in the 8th five year plan.

“Transparency and accountability in all sectors of our society are badly needed to achieve the challenges of SDGs,” he added.

Dr Shamsul Alam said the government had laid emphasis on essential sectors in the budget.

“The government is trying to give the work plan priority to recover the crisis period. We have short and medium term plans for three years to overcome the problems of COVID-19, alongside implementing the 8th five year plan,” he added.

Shamsul said “We now need to develop our skills and quality as well as ensure accountability to implement our visions.”

Iftekhharuzzaman said the government should prevent corruption as a priority to ensure rule of law in the country.

“SDGs won’t be achieved if corruption and disparity are not eliminated. There is no guideline on how to implement the allocations. Corrupts don’t get proper punishment now. Money launderers get facilities in the budget. The budget should be reconsidered to ensure rule of law and achieve the SDGs indexes,” he also added.

Rasheda K Choudhury, former adviser to a caretaker government said the education sector had not got proper priority in the budget.

“The allocation for education sector is not enough. Private teachers don’t get their salaries now. However, it’s not logical to increase the price of internet now,” she also said.



The estimate is from reviewing the data of 2017-18 labour force survey



For the ongoing Covid-19 pandemic, about 1.3 crore citizens of the country are at risk of losing their jobs. In particular, citizens employed in temporary or part-time employment are at risk, according to a press release issued on Thursday by Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh.

The estimate is from reviewing the data of 2017-18 labour force survey. Considering the current situation, the number of citizens at risk of losing their jobs will increase further, it adds.

A virtual dialogue titled "SDG's New Challenges and Budget 2020-21" organised by the platform, Bangladesh, revealed the information.

Dr Debapriya Bhattacharya, convener of the platform and Honorary Fellow of Center for Policy Dialogue (CPD), presented the key note in the dialogue, reads the press release.

The dialogue informs that the backward and marginalised people of the country are most at risk. To overcome the current situation, the government may consider a special economic recovery programme.

The government also needs to move forward with the Sustainable Development Goals (SDGs) framework in the process of reviving the country's economy and ensuring economic security, including employment for its citizens, recommended the dialogue.

It is important to take a detailed action plan and take steps to recover from the ongoing crisis through periodic monitoring. The SDG framework needs to be specially incorporated in the country's Eighth Five-Year Plan to address the new challenges posed by pandemic, reads the press release.

In this case, special attention is required to bring the backward and marginalised people of the country under cooperation.

Dr Shamsul Alam, member (Senior Secretary), General Economics Department, Planning Commission, was special guest in the event.

He said that the government would take a short-term action to recover the economy from the ongoing crisis.

"In all development activities, including the Eighth Five-Year Plan, the government will consider providing assistance to all citizens who are at risk in the country," he said.

Professor Rehman Sobhan, member of the Advisory Council of the SDG Platform and Chairman of the CPD, presided over the dialogue.

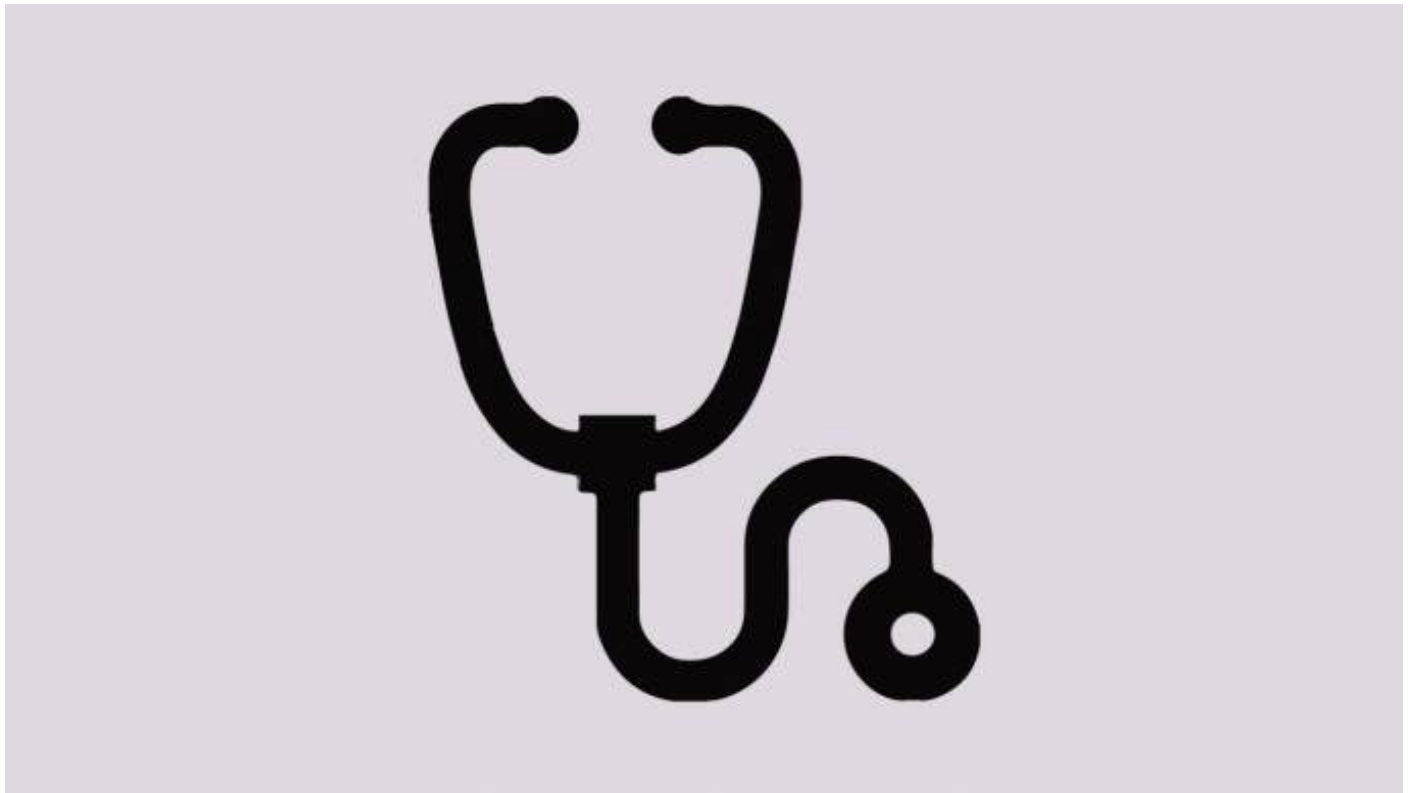
The dialogue also discussed about the ongoing challenges of women, children, elderly people, the disabled, ethnic people, people in the remote areas, youths and the backward sections of the society, reads the press release.

The dialogue was attended by development workers-experts, economists, researchers, business representatives, youth representatives and journalists from different parts of the country including Dhaka, Chattogram, Sylhet, Khulna, and other districts.





Eminent citizens said raising allocation for the health sector alone will not be adequate in fighting the coronavirus crisis



The Citizen's Platform for SDGs (sustainable development goals) has called for enhancing the capacity of the country's health sector and ensuring accountability.

They said raising allocation for health in the national budget alone will not make the government better able to fight the Covid-19 pandemic.

If you get lost in numbers after making big allocations for the health sector, it means you really tend to get disconnected from the ground reality, said Economist Rehman Sobhan Thursday as the president of a webinar.

In his speech at the virtual dialogue on new challenges in achieving SDGs and budget for FY2020-21, Prof Rehman Sobhan said apart from raising allocation for health, one should have a clear idea about what one is going to do with the money.

The renowned economist said, "I would have wanted a public commitment to raise the standard of at list 20 district-level public hospitals to that of the Combined Military Hospital (CMH) to deal with the pandemic."

Dr Shamsul Alam, member (senior secretary) of the General Economic Division (GED) of the Planning Commission, said the pandemic could prolong to the end of this year.

"A humane lockdown should be continued to save both lives and livelihoods," he noted.

Dr Shamsul Alam said accountability and capacity building in the health sector should get priority over raising allocations.

Transparency International Bangladesh (TIB) Executive Director Dr Iftekharuzzaman said although allocation for the health sector has increased slightly in the proposed budget for FY21 when compared to the previous budget, but there is no specific guideline on maintaining transparency in expenditure.

"Some influential people will plunder the block allocation for the health sector, making rule of law questionable further," he added.

Rasheda K Choudhury, a noted educator and former adviser to a caretaker government, said the education sector did not get due priority in the budget.

"Allocation for the education sector is not enough. Private teachers do not get their salaries now. Besides, it is not logical to increase the price of internet now," she noted.

Shaheen Anam, executive director of Manusher Jonno Foundation, said the budget for the next year does not have any new plan for minimising gender discrimination.

"Women are in more sufferings during the pandemic. They are facing more domestic violence while child marriage is on the rise. The proposed budget does not have any structural support for them," she added.

Meantime, Asif Ibrahim, chairman of the Chittagong Stock Exchange, urged the government to simplify the borrowing process from stimulus packages.

CPD Distinguished Fellow Professor Mustafizur Rahman said the new budget has moved its focus to the health sector leaving the root-level issues.

"We had to redirect. For example, being too much obsessed with health, now we are not focusing on environment," he further said.

He added, "The raised allocation for the health sector provides a chance for us to work on universal health coverage. If we can do this, it will help to alleviate poverty, income inequality, consumption inequality and other factors."

He warned that the Covid-19 crisis could push Bangladesh into debt trap which would widen up budget deficit further in future.

Dr Debapriya Bhattacharya, convenor of the platform and Distinguished Fellow of the CPD, presented the keynote paper at the programme.

He said around 1.75 crore people of the country are at risk of sliding into the poverty line and 1.3 crore people are at risk of losing their jobs.

"We notice a weak financial structure in the proposed budget. Even after that, a proper action plan is needed to implement it," he added.

Debapriya said the government should use the structure of SDGs in the national reconstruction plan and include all new challenges in the 8th Five Year Plan.

"We strongly urge the government for making divided information to meet the challenges. Transparency and accountability in all sectors of our society need to achieve the challenges of SDGs," the noted economist also said.

13m likely to lose jobs: CPD

 observerbd.com/news.php



As many as 13 million people in the country are at risk of losing their jobs due to the ongoing Covid-19 pandemic, said a study carried out by Centre for Policy Dialogue (CPD) on Thursday.

In particular, those who are employed on temporary or part-time basis are at the risk of losing their jobs.

This estimate was made by reviewing the data of 2016-17 labour force survey. Considering the current situation, the number of citizens at risk of losing their jobs will increase further, said the CPD.

The study titled 'Strengthening Citizen's Engagement In Delivering SDGs' In View of COVID-19 Pandemic' was conducted by the Citizen's Platform for SDGs (Sustainable Development Goals), Bangladesh.

The study was unveiled through a virtual dialogue 'SDG's New Challenges and Budget for 2020-21' on Thursday.

Especially those who are employed on temporary or part-time basis are at risk of losing their jobs. "We have not taken into account the new entrants in the labour market since 2017," said Debapriya Bhattacharya, the Convener of the platform.

Considering the current situation, the number of citizens at risk of losing their jobs will increase, he said.

Debapriya also said, "In this case, the backward and marginalized people of the country are at more risk".

Earlier, the CPD had estimated an increase in national poverty rate from 24.3 percent to 35.0 percent due to the outbreak of corona pandemic. This 'new' poor are about 1.75 crores in number.

Speakers recommended that the government need to move forward by adopting SDG structure for the recovery of economy and employment of citizens.

Professor Rehman Sobhan, the Chairman of the Centre for Policy Dialogue (CPD) and Advisor of the platform presided over the virtual dialogue with Dr Shamsul Alam, Member (Senior Secretary) of General Economics Division (GED), as the Chief Guest. Debapriya Bhattacharya, the Convener of the platform presented the study.

The Chittagong Stock Exchange (CSE) Chairman Asif Ibrahim, Transparency International Bangladesh (TIB) Executive Director Iftekharuzzaman, former adviser to a caretaker government Rasheda K Chowdhury, distinguished fellow of CPD Professor Mustafizur Rahman and lawmaker Aroma Dutta, member of Standing Committee on the Ministry of Social Welfare were also present as panel speakers.

The speakers at the programme said the budget needs special attention for 20,000 sex workers, poultry firms, small shops and entrepreneurs.

Dr Shamsul Alam, Member of the planning Commission, to combat the COVID-19 pandemic, the government was implementing different programmes worth Tk5, 500 crore under the Health Services Division.

He said the government would do whatever is required to be done to address the pandemic. To fulfill emerging requirements, Finance Minister proposed to allocate Tk10, 000 crore as lump sum.

He said the government may think about 'One Stop Service' system for women and children and brings it under one umbrella.

Ensuring accountability and transparency are vital to achieve the proposed national budget for FY21 and Sustainable Development Goals in Bangladesh, said the speakers.

They also said SDGs implementation will be a challenge during this ongoing Covid-19 pandemic.

Debapriya said the government should use the structures of SDGs in the national reconstruction plan and include all new challenges in the 8th five year plan.

Iftakharuzzaman said the government should prevent corruption at first to implement the rule of law in the country.

চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ

এসডিজি কাঠামো অবলম্বন করে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের সুপারিশ নাগরিক প্ল্যাটফর্মের

প্রকাশ : ১৯ জুন ২০২০, ০১:২০ | অনলাইন সংস্করণ

ইত্তেফাক রিপোর্ট



রাজধানীতে বেড়েছে মানুষের ব্যস্ততা। ছবিটি
নিউমার্কেট এলাকার —আব্দুল গনি

চলমান কোভিড-১৯ মহামারির ফলে দেশের ১ কোটি ৩০ লাখ নাগরিক চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন। বিশেষ করে, অস্থায়ী কিংবা খণ্ডকালীন কর্মসংস্থানের সঙ্গে নিয়োজিত নাগরিকরা এই ঝুঁকিতে পড়েছেন। বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় নিলে কর্ম হারানোর ঝুঁকিতে থাকা নাগরিকের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে।

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ-এর আয়োজনে গতকাল বৃহস্পতিবার এসডিজির নতুন চ্যালেঞ্জ ও বাজেট ২০২০-২১ শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সংলাপে এ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়।

এসডিজি প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এ সংলাপে মূল প্রতিবেদন উপস্থান করেন।

এতে তিনি উল্লেখ করেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের পাঁছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে পড়েছেন। এবারের বাজেটে অদক্ষতা কমানো, দুর্নীতি দমন এসব বিষয়ে তেমন কোনো উদ্যোগ নেই। একটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চলমান সংকট থেকে পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম গ্রহণ জরুরি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এসডিজি প্ল্যাটফর্মের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান সংলাপে সভাপতিত্ব করেন।

তিনি বলেন, প্রতিবছর যে বাজেট দেওয়া হয় সেটি বাস্তবায়ন হয় না। করোনায় স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ দিলেও এটি কীভাবে ব্যয় হবে সে বিষয়ে অর্থমন্ত্রী প্রস্তাবিত বাজেটে উল্লেখ করেননি। আমরা দেখতে পাই, উচ্চবিত্তরা প্রতিবছর ব্যাংকক, সিঙ্গাপুরে চিকিত্সা নিতে দেশের বাইরে যে অর্থব্যয় করছে তা জিডিপির প্রায় দশমিক ৫ শতাংশের সমান। করোনায় রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী উভয় ধরনের এলিটরা আক্রান্ত হচ্ছে। কিন্তু তারা দেশের বাইরে যেতে পারছে না। তাছাড়া দেশের বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাও প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। এখন তাদের কোনো উপায় নেই। সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) ভিআইপিরা চিকিত্সা নিচ্ছেন। জিডিপির কমপক্ষে ৩ থেকে ৪ শতাংশ স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দের সুপারিশ করেন তিনি।

সংলাপে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সিনিয়র সচিব) ড. শামসুল আলম বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে দারিদ্র্য বাড়বে এটা ঠিক। সাধারণ মানুষের আয় কমে যাচ্ছে এটা নিয়েও বিতর্ক নেই। চলমান অতিমারি থেকে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে সরকার একটি স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রম হাতে নেবে। ইতিমধ্যে সরকার প্রণোদনাসহ ১৯টি কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ সকল উন্নয়ন কার্যক্রমেই সরকার দেশের ঝুঁকিতে থাকা সকল নাগরিকের সহযোগিতা প্রদানের ব্যাপারটি বিবেচনায় থাকবে।

চলমান অতিমারিতে নারী, শিশু, বয়স্ক জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত জনগোষ্ঠী, যুবসমাজসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে এ সংলাপে আলোচনা হয়।

আলোচনায় অংশ নিয়ে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, শিক্ষা গবেষণায় বরাদ্দ মাইক্রোস্কোপ দিয়েও পাওয়া যাবে না।

সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, এসডিজি বাস্তবায়নে যে অর্থায়নের প্রয়োজন হবে সেটি সংগ্রহ করা এখন আরো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধি অর্জন হবে না।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে নারীদের প্রতি পারিবারিক সহিংসতা বাড়লেও বাজেটে নারীদের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তেমন উদ্যোগ দেখিনি।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

করোনায় দেশে ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে

jagonews24.com/economy/news/591195



Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

প্রকাশিত: ০১:১৬ এএম, ১৯ জুন ২০২০

করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) চলমান মহামারির ফলে দেশের এক কোটি ৩০ লাখ মানুষ চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন। বিশেষ করে অস্থায়ী কিংবা খণ্ডকালীন কর্মসংস্থানের সঙ্গে নিয়োজিতরা এই ঝুঁকিতে পড়েছেন বলে জানিয়েছে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ।

বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) সংস্থাটির আয়োজনে এসডিজির নতুন চ্যালেঞ্জ ও বাজেট ২০২০-২১ শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সংলাপে এ তথ্য জানানো হয়। এসডিজি প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এ সংলাপে মূল প্রতিবেদন উপস্থান করেন।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, করোনাভাইরাসের মহামারির ফলে দেশের এক কোটি ৩০ লাখ মানুষ চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন। বিশেষ করে অস্থায়ী কিংবা খণ্ডকালীন কর্মসংস্থানের সাথে নিয়োজিতরা এই ঝুঁকিতে পড়েছেন। ২০১৬-১৭ শ্রমশক্তি জরিপের উপাত্ত পর্যালোচনা করে এ প্রাক্কলন করা হচ্ছে। বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় নিলে কর্ম হারানোর ঝুঁকিতে থাকা নাগরিকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে।

তিনি বলেন, এক্ষেত্রে দেশের পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে পড়েছেন। চলমান অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকার একটি বিশেষ অর্থনীতি পুনরুদ্ধার কার্যক্রম বিবেচনা করতে পারে। দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং নাগরিকদের কর্মসংস্থানসহ অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়ায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) কাঠামোকে অবলম্বন করে সরকারের অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

একটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চলমান সংকট থেকে পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম গ্রহণ জরুরি। অতিমারির ফলে সৃষ্ট নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজি কাঠামোকে বিশেষভাবে সন্নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দেশের পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতার আওতায় আনার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর জরুরি বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

সংলাপে বিশেষ অতিথি হিসেবে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য (সিনিয়র সচিব) ড. শামসুল আলম বলেন, চলমান মহামারি থেকে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে সরকার একটি স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রম হাতে নেবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ সকল উন্নয়ন কার্যক্রমেই সরকার দেশের ঝুঁকিতে থাকা নাগরিকদের সহযোগিতা প্রদানের ব্যাপারটি বিবেচনায় থাকবে।

এসডিজি প্ল্যাটফর্মের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান সংলাপে সভাপতিত্ব করেন। চলমান অতিমারিতে নারী, শিশু, বয়স্ক জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী, আদিবাসী, প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত জনগোষ্ঠী, যুবসমাজসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ নিয়ে এ সংলাপে আলোচনা হয়। সংলাপে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরগুনা, সুনামগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, বগুড়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উন্নয়নকর্মী, বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, গবেষক, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, যুব প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

এমইউএইচ/বিএ

1.3cr people at risk of losing jobs due to COVID-19 fallout

Staff Correspondent | Published at 11:00pm on June 18, 2020



A file photo shows workers sitting outside a closed garment factory, which suspended production in April due to coronavirus outbreak, in the capital. At least 1.3 crore people in the country, particularly part-time and temporary workers, are at risk of losing employment and incomes due to the adverse impacts of the coronavirus outbreak, according to the Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh. — New Age photo

At least 1.3 crore people in the country, particularly part-time and temporary workers, are at risk of losing employment and incomes due to the adverse impacts of the coronavirus outbreak, according to the Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh.

Many of them have already lost jobs and others are at risks of losing jobs due to the coronavirus outbreak fallout, said the platform's convener, Debapriya Bhattacharya, also the Centre for Policy Dialogue distinguished fellow.

'This number of vulnerable employed people, which accounts for 20.1 per cent of the labour force, is an underestimate as we did not take into account the new entrants who have come into the labour market since 2017 and the labour force in the agriculture sector is not included in the estimate,' he said at a virtual dialogue on Thursday.

The platform organised the dialogue on 'New challenges to SDGs delivery in Bangladesh and budget 2020-2021' presided over by CPD chairperson Rehman Sobhan.

Therefore, the number of vulnerable employed might reach between 1.5 and 2 crore if the new entrants after 2017 are taken into consideration, he said.

The incidence of indecent jobs and jobs in the informal sector with no wage structures and regard for human rights will dominate the labour market in the immediate future, he said.

The new entrants into the local job market will face more barriers and this is also true for the returnee migrant workers, he said.

Earlier, CPD estimated that the number of new poor would stand at 1.75 crore as the poverty rate was expected to increase to 35 per cent from the current 24.3 per cent.

Debapriya said that both income and consumption inequality were going to rise, he said.

Rehman said that the quality of the public healthcare system should get urgent attention with programmes and commitments undertaken in the context of the COVID-19 situation.

The sector had remained unattended by the ruling class for years as the private sector was being prioritised.

The quality of district level hospitals should be elevated to the standard of combined military hospitals, he said.

In addition to increasing allocation, efficiency of expenditure should also get priority, he said.

The platform recommended the formation of a detail work plan for implementation of the budget.

The government should also use the SDG framework for designing the recovery and rebound strategy along with articulating and linking the new challenges to SDG delivery in the framing of the upcoming 8th Five Year.

Planning commission's General Economics Division senior secretary Shamsul Alam said that there was no doubt that poverty and inequality would rise and implementation of SDG would be at risk due to the outbreak fallout.

The government should pursue a higher gross domestic product growth to overcome the situation, he said.

He said that the government would prepare a three-year recovery plan under the upcoming 8th FYP.

CPD distinguished fellow Mustafizur Rahman said that the government should start thinking about the sources of financing for SDG implementation as it would appear as a big challenge in future.

Transparency International Bangladesh executive director Md Iftekharuzzaman termed the proposed scope of legalising undisclosed money as unethical and anti-constitutional and supportive of corruption.

It gives the message to dishonest people that they should do corruption and they will get benefits in the budget for it, he said.



Editor: **Nurul Kabir**, Published by the Chairman, Editorial Board ASM Shahidullah Khan on behalf of Media New Age Ltd. 30 Tejgaon Industrial Area, Dhaka-1208 Phone: 880-2-8170450-56 (PABX), Fax: 880-2-8170457

করোনায় ১.৩ কোটি নাগরিক চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক

১৯ জুন ২০২০ ০০:০০ | আপডেট: ১৮ জুন ২০২০ ২৩:০২

নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

চলমান কোভিড-১৯ অতিমারীর ফলে দেশের ১.৩ কোটি নাগরিক চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে। বিশেষ করে, অস্থায়ী কিংবা খ-কালীন কর্মসংস্থানের সঙ্গে নিয়োজিত নাগরিকরা এ ঝুঁকিতে পড়েছেন। ২০১৬-১৭ শ্রমশক্তি জরিপের উপাত্ত পর্যালোচনা করে এ প্রাক্কলন করা হচ্ছে। বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় নিলে কর্ম হারানোর ঝুঁকিতে থাকা নাগরিকের সংখ্যা আরও বাড়বে। গতকাল এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশের আয়োজনে এসডিজির নতুন চ্যালেঞ্জ ও বাজেট ২০২০-২১ শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সংলাপে এসব পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ তুলে ধরা হয়। এসডিজি প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এ সংলাপে মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

বক্তারা বলেন, করোনা কারণে দেশের পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে পড়েছেন। চলমান অবস্থা থেকে উত্তরণে সরকার একটি বিশেষ অর্থনীতি পুনরুদ্ধার কার্যক্রম বিবেচনা করতে পারে। দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং নাগরিকদের কর্মসংস্থানসহ অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়ায় টেকসই উন্নয়ন অর্জন

(এসডিজি) কাঠামোকে অবলম্বন করে সরকারের অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

একটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চলমান সংকট থেকে পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম গ্রহণ জরুরি। অতিমারীর ফলে সৃষ্ট নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজি কাঠামোকে বিশেষভাবে সন্নিবিদ্ধ করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে দেশের পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতার আওতায় আনার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর জরুরি।

সংলাপে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য ড. শামসুল আলম বলেন, চলমান অতিমারী থেকে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সরকার একটি স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রম হাতে নেবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ সব উন্নয়ন কার্যক্রমেই সরকার দেশের ঝুঁকিতে থাকা নাগরিকদের সহযোগিতা প্রদানের ব্যাপারটি বিবেচনায় থাকবে।

এসডিজি প্ল্যাটফর্মের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান সংলাপে সভাপতিত্ব করেন। চলমান অতিমারীতে নারী, শিশু, বয়স্ক জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত জনগোষ্ঠী, যুবসমাজসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ নিয়ে এ সংলাপে আলোচনা হয়। সংলাপে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরগুনা, সুনামগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, বগুড়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উন্নয়ন কর্মী-বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, গবেষক, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, যুব প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোহাম্মদ গোলাম সারওয়ার

১১৮-১২১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

ফোন: ৫৫০৩০০০১-৬ ফ্যাক্স: ৫৫০৩০০১১ বিজ্ঞাপন: ৮৮৭৮২১৯, ০১৭৬৪১১৯১১৪

ই-মেইল : news@dainikamadershomoy.com, editor@dainikamadershomoy.com

দৈনিক খবর সৈনিক

আমাদের সময়

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯


Privacy Policy

আপডেট : ১৯ জুন, ২০২০ ০০:০০

এসডিজি প্ল্যাটফর্মের তথ্য

চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে ১.৩০ কোটি মানুষ

| নিজস্ব প্রতিবেদক

 চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে ১.৩০ কোটি মানুষ

চলমান কভিড-১৯ মহামারীর ফলে দেশের ১.৩ কোটি মানুষ চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন। বিশেষ করে অস্থায়ী কিংবা খ-কালীন কর্মসংস্থানের সঙ্গে নিয়োজিত নাগরিকরা এই ঝুঁকিতে পড়েছেন। ২০১৬-১৭ শ্রমশক্তি জরিপের উপাত্ত পর্যালোচনা করে এ প্রাক্কলন করা হচ্ছে। বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় নিলে কর্ম হারানোর ঝুঁকিতে থাকা মানুষের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে তথ্য প্রকাশ করেছে এসডিজি প্ল্যাটফর্ম।

গতকাল এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ-এর আয়োজনে এসডিজির নতুন চ্যালেঞ্জ ও বাজেট ২০২০-২১ শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সংলাপে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। এতে সব পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ তুলে ধরা হয়। এসডিজি প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এ সংলাপে মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। এতে বলা হয়, এ ক্ষেত্রে দেশের পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে পড়েছেন। চলমান অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকার একটি বিশেষ অর্থনীতি পুনরুদ্ধার কার্যক্রম বিবেচনা করতে পারে। দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং নাগরিকদের কর্মসংস্থানসহ অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়ায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) কাঠামোকে অবলম্বন করে সরকারের অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

এ জন্য একটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চলমান সংকট থেকে পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম নেওয়া জরুরি। এই মহামারীর ফলে সৃষ্ট নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজি কাঠামোকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে দেশের পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতার আওতায় আনার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া জরুরি বলে মনে করেন দেবপ্রিয়। সংলাপে সভাপতিত্ব করেন সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান। আলোচক ছিলেন ড. শামসুল আলম, সদস্য (সিনিয়র সচিব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।

রেহমান সোবহান বলেন, চলমান এই মহামারীতে নারী, শিশু, বয়স্ক জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত জনগোষ্ঠী, যুবসমাজসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে এ সংলাপে আলোচনা হয়। সংলাপে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরগুনা, সুনামগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, বগুড়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উন্নয়নকর্মী-বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, গবেষক, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, যুব প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকরা অংশগ্রহণ করেন।

চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে ১.৩ কোটি নাগরিক

bit.ly/2AIhPAh



চলমান কোভিড-১৯ মহামারির ফলে দেশের এক কোটি ৩ লাখ নাগরিক চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন। বিশেষ করে, অস্থায়ী বা খণ্ডকালীন কর্মসংস্থানের সাথে নিয়োজিত নাগরিকরা এ ঝুঁকিতে পড়েছেন।

২০১৬-১৭ শ্রমশক্তি জরিপের উপাত্ত পর্যালোচনা করে এ প্রাক্কলন করা হচ্ছে। বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় নিলে কর্ম হারানোর ঝুঁকিতে থাকা নাগরিকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে দেশের পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে পড়েছেন।

গতকাল এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ-এর আয়োজনে এসডিজির নতুন চ্যালেঞ্জ ও বাজেট ২০২০- ২১ শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সংলাপে এসব পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

এসডিজি প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-র ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এ সংলাপে মূল প্রতিবেদন উপস্থান করেন।

আরও পড়ুন

আসছে করোনার ভ্যাকসিন, শুরুতে দেয়া হবে যাদের আড়াইহাজারে আইয়ুব হত্যা মামলার দুই আসামি গ্রেপ্তার করোনার সময়ে নিজেকে ভালো রাখবেন যেভাবে
সংলাপে বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ সদস্য (সিনিয়র সচিব) ড. শামসুল আলম। এসডিজি প্ল্যাটফর্মের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান সংলাপে সভাপতিত্ব করেন।

সংলাপে বক্তারা বলেন, চলমান অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকার একটি বিশেষ অর্থনীতি পুনরুদ্ধার কার্যক্রম বিবেচনা করতে পারে।

দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং নাগরিকদের কর্মসংস্থানসহ অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়ায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) কাঠামোকে অবলম্বন করে সরকারের আগ্রহ হওয়া প্রয়োজন।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, একটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চলমান সংকট থেকে পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম গ্রহণ জরুরি।

মহামারির ফলে সৃষ্ট নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজি কাঠামোকে বিশেষভাবে সন্নিবিদ্ধ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দেশের পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতার আওতায় আনার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর জরুরি।

ড. শামসুল আলম বলেন, চলমান মহামারি থেকে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে সরকার একটি স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রম হাতে নেবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ সকল উন্নয়ন কার্যক্রমেই সরকার ঝুঁকিতে থাকা সকল নাগরিককে সহযোগিতা প্রদানের ব্যাপারটি বিবেচনায় থাকবে।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, চলমান মহামারিতে নারী, শিশু, বয়স্ক জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত জনগোষ্ঠী, যুবসমাজসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে এ সংলাপে আলোচনা হয়।

সংলাপে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরগুনা, সুনামগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, বগুড়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উন্নয়নকর্মী, বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, গবেষক, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, যুব প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

আমারসংবাদ/এসটিএম

f (https://www.facebook.com/Andolon71)

t (https://twitter.com/andolon71news)

G+

YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCn9QVE1pGVIVn-oslYJJTnA?view_as=subscriber)



(https://www.andolon71.com)



(http://sislbd.com/)

শিরোনাম :

1.com/আরও-৪৫-মৃত্যু,-শনাক্ত-৩২৪৩) ■ অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন আইসিইউতে (https://www.andolon71.com/অ্যাডভোকেট-সাহারা-খাতুন-আইসিইউতে) ■ উন্নত হবে বিস

📄 প্রচ্ছদ (https://www.andolon71.com) 📁 বাংলাদেশ (category/)

চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে ১ কোটি ৩০ লাখ নাগরিক



রিপোর্টারের নাম

🕒 আপডেট টাইম : শুক্রবার, ১৯ জুন, ২০২০ ০০ ১২



বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ-এর আয়োজনে এসডিজির নতুন চ্যালেঞ্জ ও বাজেট ২০২০-২১ শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সংলাপে এসব তথ্য উঠে এসেছে। এসডিজি প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এ সংলাপে মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

সংলাপে বিশেষ অতিথি হিসেবে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য (সিনিয়র সচিব) ড. শামসুল আলম বক্তব্য রাখেন।

--

--

--

এ জাতীয় আরো খবর..



ঢাকা: চলমান কোভিড-১৯ অতিমারির ফলে দেশের ১ দশমিক ৩ কোটি (১ কোটি ৩০ লাখ) নাগরিক চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন। বিশেষ করে, অস্থায়ী কিংবা খণ্ডকালীন কর্মসংস্থানে নিয়োজিত নাগরিকেরা এই ঝুঁকিতে পড়েছেন। ২০১৬-১৭ শ্রমশক্তি জরিপের উপাত্ত পর্যালোচনা করে এ প্রাক্কলন করা হচ্ছে। বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় নিলে কর্ম হারানোর ঝুঁকিতে থাকা নাগরিকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে।

">



সংবাদ বিনোদন সারাক্ষণ

(<https://www.banglanews24.com>)

দেশে চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে ১ কোটি ৩০ লাখ নাগরিক

সিনিয়র কorespondেন্ট | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম | আপডেট: ২০২০-০৬-১৮
৯:০২:৩২ পিএম



...

ঢাকা: চলমান কোভিড-১৯ অতিমারির ফলে দেশের ১ দশমিক ৩ কোটি (১ কোটি ৩০ লাখ) নাগরিক চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন। বিশেষ করে, অস্থায়ী কিংবা খণ্ডকালীন কর্মসংস্থানে নিয়োজিত নাগরিকেরা এই ঝুঁকিতে পড়েছেন। ২০১৬-১৭

শ্রমশক্তি জরিপের উপাত্ত পর্যালোচনা করে এ প্রাক্কলন করা হচ্ছে। বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় নিলে কর্ম হারানোর ঝুঁকিতে থাকা নাগরিকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে।

বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ-এর আয়োজনে এসডিজির নতুন চ্যালেঞ্জ ও বাজেট ২০২০-২১ শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সংলাপে এসব তথ্য উঠে এসেছে। এসডিজি প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এ সংলাপে মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, দেশের পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে পড়েছেন। চলমান অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকার একটি বিশেষ অর্থনীতি পুনরুদ্ধার কার্যক্রম বিবেচনা করতে পারে। দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং নাগরিকদের কর্মসংস্থানসহ অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়ায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) কাঠামোকে অবলম্বন করে সরকারের অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। একটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চলমান সংকট থেকে পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম গ্রহণ জরুরি। অতিমারির ফলে সৃষ্ট নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজি কাঠামোকে বিশেষভাবে সন্নিবিদ্ধ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দেশের পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতার আওতায় আনার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর জরুরি।

সংলাপে বিশেষ অতিথি হিসেবে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য (সিনিয়র সচিব) ড. শামসুল আলম বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, চলমান অতিমারি থেকে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে সরকার একটি স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম হাতে নেবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ সব উন্নয়ন কার্যক্রমেই সরকার দেশের ঝুঁকিতে থাকা সকল নাগরিকদের সহযোগিতা প্রদানের ব্যাপারটি বিবেচনায় রাখবে।

এসডিজি প্ল্যাটফর্মের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান সংলাপে সভাপতিত্ব করেন। চলমান অতিমারিতে নারী, শিশু, বয়স্ক জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত জনগোষ্ঠী, যুবসমাজসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে এ সংলাপে আলোচনা হয়। সংলাপে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরগুনা, সুনামগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, বগুড়া সহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উন্নয়ন কর্মী-বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, গবেষক, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, যুব প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকরা অংশ নেন।

বাংলাদেশ সময়: ২১০২ ঘণ্টা, জুন ১৮, ২০২০

এমআইএস/এইচএডি

Phone: +88 02 8432181, 8432182, IP Phone: +880 9612123131, Newsroom Mobile: +880 1729 076996,

01729 076999 Fax: +88 02 8432346

Email: news@banglanews24.com (mailto:news@banglanews24.com) , editor@banglanews24.com

(mailto:editor@banglanews24.com)



f (<https://www.facebook.com/Barta24news/>) t (<https://twitter.com/barta24bd>)

@ (<https://www.instagram.com/barta24official/>) a (<https://itunes.apple.com/gb/app/barta24/id1440419824>)

► (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.barta24>)

বাংলা (<https://barta24.com>)

ব্রেকিং

করোনাতে একদিনে ৪৫ জনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ৩ হাজার ২৪৩

🏠 (<https://en.barta24.com>) > National (/national-en) > Covid-19 put 1.3 crore citizens at job risk

Covid-19 put 1.3 crore citizens at job risk

০৭:৩০ এএম | ১৯ জুন, ২০২০ ৫ আষাঢ় ১৪২৭ ২৬ শাওয়াল ১৪৪১

Senior Correspondent, Barta24.com, Dhaka



photo: collected

আ +

আ -

↑

As a result of the ongoing Covid-19 pandemic 1.3 crore citizens of the country are at risk of losing their jobs. In particular, citizens employed in temporary or part-time employment are at risk. This estimate is being made by reviewing the data of 2017-18 labor force survey. Considering the current situation, the number of citizens at risk of losing their jobs will increase further.

These observations were captured in a virtual dialogue titled ‘New Challenges of SDGs and Budget 2020-21’ organized by the Citizens' Platform for SDG Implementation, Bangladesh on Thursday (June 18). Convener of the SDG Platform and Honorary Fellow of the Center for Policy Dialogue (CPD) Dr. Devapriya Bhattacharya presented the key note report in this dialogue.



The government may consider a special economic recovery program to overcome the stagnation, the dialogue said, adding that backward and marginalized people are at most risk. The government needs to move forward with the Sustainable Development Goals (SDGs) framework in the process of reviving the country's economy and ensuring economic security, including employment for its citizens.

It is important to take a detailed action plan and take steps to recover from the ongoing crisis through periodic monitoring. The SDG framework needs to be specially incorporated in the country's Eighth Five-Year Plan to address the new challenges posed by the pandemic. In this case, special attention is required to bring the backward and marginalized people of the country under the fold of cooperation.

Speaking as a special guest in the dialogue, a member of the General Economic Division of the Planning Commission (Senior Secretary) Shamsul Alam said the government will take a short-term action to recover the economy from the ongoing crisis. In all development activities, including the Eighth Five-Year Plan, the government will consider providing assistance to all citizens at risk in the country.

Professor Rehman Sobhan, Member of the Advisory Council of the SDG Platform and Chairman of the CPD, presided over the dialogue. The ongoing challenges of women, children, the elderly, the disabled, the tribals, the people in the remote areas, the youth and the backward sections of the society were discussed in the dialogue. The dialogue was attended by development workers-experts, economists, researchers, business representatives, youth representatives and journalists from different parts of the country including Dhaka, Chittagong, Sylhet, Khulna, Barguna, Sunamganj, Thakurgaon, Bogura.

🔖 COVID-19 (/tag/covid-19) Pandemic (/tag/pandemic) job risk (/tag/job-risk) SDG (/tag/sdg)

আপনার মতামত লিখুন :

0 Comments

Sort by **Oldest**



Add a comment...

[Facebook Comments Plugin](#)

প্রানঘাতী ককোভাইরাস সংক্রমণ রোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন।
সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, মাস্ক ব্যবহার করুন।

রাত বা দিন যখনই
প্রয়োজন, টাকা পাঠান
রকেট থেকে রকেটে
রকেট অ্যাপ থেকে
SEND MONEY সম্পূর্ণ

ফ্রি

📱 Install Now

📞 16216

ডাট-বাংলা ব্যাংক
আপনার বিশ্বস্ত সহযোগী





চলমান কভিড-১৯ (নেভেল করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট রোগ) অতিমারীর ফলে দেশের ১ কোটি ৩ লাখ মানুষ চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন। বিশেষ করে অস্থায়ী কিংবা খণ্ডকালীন কর্মসংস্থানে নিয়োজিত নাগরিকরা এ ঝুঁকিতে পড়েছেন। ২০১৬-১৭ শ্রমশক্তি জরিপের উপাত্ত পর্যালোচনা করে এ প্রাক্কলন করা হচ্ছে। বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় নিলে কর্ম হারানোর ঝুঁকিতে থাকা নাগরিকের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। গতকাল এক ভার্চুয়াল সংলাপে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এ তথ্য তুলে ধরে।

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশের আয়োজনে ‘এসডিজির নতুন চ্যালেঞ্জ ও বাজেট ২০২০-২১’ শীর্ষক এ সংলাপে প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক এবং সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। এসডিজি প্ল্যাটফর্মের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান সংলাপে সভাপতিত্ব করেন। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশ নেন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সিনিয়র সচিব) ড. শামসুল আলম।

সিপিডি বলছে, করোনার কারণে দেশের পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছে। চলমান অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকার একটি বিশেষ অর্থনীতি পুনরুদ্ধার কার্যক্রম বিবেচনা করতে পারে। দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং নাগরিকদের কর্মসংস্থানসহ অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়ায় এসডিজি কাঠামোকে অবলম্বন করে সরকারের অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

প্রতিষ্ঠানটি আরো জানায়, একটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চলমান সংকট থেকে পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম গ্রহণ জরুরি। অতিমারীর ফলে সৃষ্ট নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজি কাঠামোকে বিশেষভাবে সন্নিবদ্ধ করা প্রয়োজন।এক্ষেত্রে দেশের পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতার আওতায় আনার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর জরুরি।

Health sector needs accountability : Citizen's Platform for SDGs

businessnews24bd.com/health-sector-needs-accountability-citizens-platform-for-sdgs/

businessnews24bd.com

The Citizen's Platform for SDGs (sustainable development goals) has called for enhancing the capacity of the country's health sector and ensuring accountability.

They said raising allocation for health in the national budget alone will not make the government better able to fight the Covid-19 pandemic.



If you get lost in numbers after making big allocations for the health sector, it means you really tend to get disconnected from the ground reality, said Economist Rehman Sobhan Thursday as the president of a webinar.

In his speech at the virtual dialogue on new challenges in achieving SDGs and budget for FY2020-21, Prof Rehman Sobhan said apart from raising allocation for health, one should have a clear idea about what one is going to do with the money.

The renowned economist said, "I would have wanted a public commitment to raise the standard of at list 20 district-level public hospitals to that of the Combined Military Hospital (CMH) to deal with the pandemic."

Dr Shamsul Alam, member (senior secretary) of the General Economic Division (GED) of the Planning Commission, said the pandemic could prolong to the end of this year.

"A humane lockdown should be continued to save both lives and livelihoods," he noted.

Dr Shamsul Alam said accountability and capacity building in the health sector should get priority over raising allocations.

Transparency International Bangladesh (TIB) Executive Director Dr Iftekharuzzaman said although allocation for the health sector has increased slightly in the proposed budget for FY21 when compared to the previous budget, but there is no specific guideline on maintaining transparency in expenditure.

কাজ হারানোর ঝুঁকিতে ১ কোটি ৩০ লাখ নাগরিক

dhaketimes24.com/2020/06/18/171482/কাজ-হারানোর-ঝুঁকিতে-১-কোটি-৩০-লাখ-নাগরিক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকাটাইমস

| আপডেট : ১৮ জুন ২০২০, ২২:৩৭ | প্রকাশিত : ১৮ জুন ২০২০, ১৯:৩৫



করোনা মহামারীর প্রভাবে সৃষ্ট সংকটের মধ্যে দেশের ১ কোটি ৩০ লাখ নাগরিক কর্মহীন হয়ে পড়ার ঝুঁকিতে আছেন, যারা অস্থায়ী কিংবা খণ্ডকালীন কর্মসংস্থানে নিয়োজিত রয়েছেন।

বৃহস্পতিবার ‘এসডিজি’র নতুন চ্যালেঞ্জ ও বাজেট ২০২০-২১’ শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সংলাপে এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ এই সংলাপের আয়োজন করে।



চাল-ডাল-তেল-মশলা সহ
নিত্য প্রয়োজনীয় প্রোডাক্ট

১ দিনে ডেলিভারি

বিকাশ পেমেণ্টে
২০% ক্যাশব্যাক

Shop Now

এসডিজি প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মূল প্রতিবেদন উপস্থান করেন। ২০১৬-১৭ শ্রমশক্তি জরিপের উপাত্ত পর্যালোচনা এবং বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে কাজ হারানোর ঝুঁকিতে থাকা নাগরিকের এ প্রাক্কলন করা হয়েছে।

একটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চলমান সংকট থেকে পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম গ্রহণের তাগিদ দিয়ে বক্তারা বলেন, ‘মহামারীর কারণে সৃষ্ট নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজি কাঠামোকে বিশেষভাবে সন্নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দেশের পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতার আওতায় আনার ক্ষেত্রেও বিশেষ নজর দিতে হবে।’



Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য (সিনিয়র সচিব) বলেন, ‘চলমান সংকট থেকে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে সরকার একটি স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম হাতে নেবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ সব উন্নয়ন কার্যক্রমেই দেশের ঝুঁকিতে থাকা নাগরিকদের সহযোগিতা প্রদানের ব্যাপারটি বিবেচনায় থাকবে।’

সংলাপে সভাপতিত্ব করেন এসডিজি প্ল্যাটফর্মের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান। এতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উন্নয়নকর্মী, বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, যুব প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

(ঢাকাটাইমস/১৮জুন/জেআর/ইএস/ডিএম)

সংবাদটি শেয়ার করুন

জাতীয় বিভাগের সর্বাধিক পঠিত



উড়ালসেতুর সুড়ঙ্গে বাস করত ওরা!



নমুনা পরীক্ষায় নতুন কৌশল নিচ্ছে সরকার

‘দেশে চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে ১কোটি ৩০ লাখ মানুষ’

জুন ১৮, ২০২০



ঢাকা১৮ ডেস্ক: করোনার কারণে দেশের ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন।

বিশেষ করে, অস্থায়ী কিংবা খণ্ডকালীন কর্মসংস্থানের সঙ্গে নিয়োজিত নাগরিকরা এই ঝুঁকিতে পড়েছেন।

তবে ২০১৬-১৭ শ্রমশক্তি জরিপের উপাত্ত পর্যালোচনা করে এ প্রাক্কলন করা হয়েছে। বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় নিলে কর্ম হারানোর ঝুঁকিতে থাকা নাগরিকের সংখ্যা আরও বাড়বে।

বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ-এর আয়োজনে এসডিজির নতুন চ্যালেঞ্জ ও বাজেট ২০২০-২১ শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সংলাপে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

এসডিজি প্ল্যাটফর্মের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান সংলাপে সভাপতিত্ব করেন। চলমান অতিমারিতে নারী, শিশু, বয়স্ক জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত জনগোষ্ঠী, যুবসমাজসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে এ সংলাপে আলোচনা হয়।

এসডিজি প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এ সংলাপে মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।



ড. শামসুল আলম বলেন, করোনার আঘাত থেকে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সরকার একটি স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রম হাতে নেবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ সব উন্নয়ন কার্যক্রমেই সরকার দেশের ঝুঁকিতে থাকা সব নাগরিককে সহযোগিতার বিষয়টি বিবেচনায় নেবে।

বক্তারা বলেন, দেশের পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে। চলমান অবস্থা থেকে উত্তরণে সরকার একটি বিশেষ অর্থনীতি পুনরুদ্ধার কার্যক্রম বিবেচনা করতে পারে।

দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং নাগরিকদের কর্মসংস্থানসহ অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে এসডিজি কাঠামোকে অবলম্বন করে সরকারের অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

বক্তাদের মতে, একটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে পর্যায়ক্রমে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চলমান সংকট থেকে পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম গ্রহণ জরুরি।

মহামারীর ফলে নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজি কাঠামোকে বিশেষভাবে সন্নিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

সংলাপে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরগুনা, সুনামগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, বগুড়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উন্নয়ন কর্মী-বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, গবেষক, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, যুব প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যম কর্মীরা অংশ নেন।

***ঢাকা১৮. কম এ প্রকাশিত কোনও সংবাদ, কলাম, তথ্য, ছবি, কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার দণ্ডনীয় অপরাধ। অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করলে কর্তৃপক্ষ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (Unauthorized use of news, image, information, etc published by Dhaka18.com is punishable by copyright law. Appropriate legal steps will be taken by the management against any person or body that infringes those laws.)

এক কোটি ৩ লাখ মানুষ চাকরির ঝুঁকিতে ॥ সিপিডি

 dailyjanakantha.com/details/article/505541/এক-কোটি-৩-লাখ-মানুষ-চাকরির-ঝুঁকিতে-সিপিডি/

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ করোনাভাইরাসের পাদুর্ভাবে দেশের এক কোটি ৩ লাখ নাগরিক চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন। বিশেষ করে অস্থায়ী কিংবা খ-কালীন কর্মসংস্থানের সঙ্গে নিয়োজিত নাগরিকেরা এই ঝুঁকিতে পড়েছেন। ২০১৬-১৭ শ্রমশক্তি জরিপের উপাত্ত পর্যালোচনা করে এ প্রাক্কলন করা হচ্ছে। বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় নিলে কর্ম হারানোর ঝুঁকিতে থাকা নাগরিকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। গতকাল বৃহস্পতিবার এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্লাটফর্ম, বাংলাদেশের আয়োজনে এসডিজি'র নতুন চ্যালেঞ্জ ও বাজেট ২০২০-২১ শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সংলাপে এ সকল পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়। এসডিজি প্লাটফর্মের আহ্বায়ক এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এ সংলাপে মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

এসডিজি প্লাটফর্মের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং সিপিডি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান সংলাপে সভাপতিত্ব করেন। কনোরভাইরাসে পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে পড়েছেন জানিয়ে সংলাপে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, চলমান অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকার একটি বিশেষ অর্থনীতি পুনরুদ্ধার কার্যক্রম বিবেচনা করতে পারে। দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং নাগরিকদের কর্মসংস্থানসহ অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়ায় টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) কাঠামোকে অবলম্বন করে সরকারের অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। একটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চলমান সঙ্কট থেকে পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম গ্রহণ জরুরী।

চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ

👤 যুগান্তর রিপোর্ট

🕒 ১৯ জুন ২০২০, ০০:০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

করোনার কারণে দেশের ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন। বিশেষ করে, অস্থায়ী কিংবা খণ্ডকালীন কর্মসংস্থানের সঙ্গে নিয়োজিত নাগরিকরা এই ঝুঁকিতে পড়েছেন। তবে ২০১৬-১৭ শ্রমশক্তি জরিপের উপাত্ত পর্যালোচনা করে এ প্রাক্কলন করা হয়েছে। বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় নিলে কর্ম হারানোর ঝুঁকিতে থাকা নাগরিকের সংখ্যা আরও বাড়বে। এসডিজি (টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট) বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম আয়োজিত সংলাপে বক্তারা বৃহস্পতিবার এসব কথা বলেন। সংগঠনের আহ্বায়ক ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এ সংলাপে মূল প্রতিবেদন উপস্থান করেন। সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান সংলাপে সভাপতিত্ব করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য ড. শামসুল আলম। চলমান করোনা পরিস্থিতিতে নারী, শিশু, বয়স্ক জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত জনগোষ্ঠী, যুব সমাজসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ নিয়ে সংলাপে আলোচনা হয়েছে।

ড. শামসুল আলম বলেন, করোনার আঘাত থেকে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সরকার একটি স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রম হাতে নেবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ সব উন্নয়ন কার্যক্রমেই সরকার দেশের ঝুঁকিতে থাকা সব নাগরিককে সহযোগিতার বিষয়টি বিবেচনায় নেবে। বক্তারা বলেন, দেশের পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে। চলমান অবস্থা থেকে উত্তরণে সরকার একটি বিশেষ অর্থনীতি পুনরুদ্ধার কার্যক্রম বিবেচনা করতে পারে। দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং নাগরিকদের কর্মসংস্থানসহ অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে এসডিজি কাঠামোকে অবলম্বন করে সরকারের অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। বক্তাদের মতে, একটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে পর্যায়ক্রমে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চলমান সংকট থেকে পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম গ্রহণ জরুরি। মহামারীর ফলে নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজি কাঠামোকে বিশেষভাবে সন্নিবিষ্ট করা প্রয়োজন। সংলাপে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরগুনা, সুনামগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, বগুড়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উন্নয়ন কর্মী-বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, গবেষক, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, যুব প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যম কর্মীরা অংশ নেন।

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

যুগান্তর

© সর্বস্বত্বাধিকার সংরক্ষিত

এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।

Crafted with ♥ by The Daily Jugantor © 2020

Budget should leave no one behind Citizen's Platform for SDGs says

 en.kalerkhabor.com/budget-should-leave-no-one-behind-citizens-platform-for-sdgs-says/

June 18, 2020



Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

Eকালের খবর
ENGLISH

Lets Create Something New...

Implementation of the proposed budget for fiscal 2020-21 requires a detailed work plan alongside a periodic reporting system with a focus on the concept of “Leaving No One Behind”, said the Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh yesterday.

It suggested using the SDG framework for designing the recovery strategy for the Covid-19 pandemic by embedding national priority indicators and articulating and linking the new challenges to SDG delivery in framing the Eighth Five-Year Plan.

The platform, which comprises more than 100 non-state actors and their networks and associates, also proposed increasing availability, accessibility and usability of disaggregated data and setting up a social accountability system, driven by non-state actors, to ensure delivery to Leaving No One Behind.

The suggestions came under a new initiative of the platform titled “Strengthening Citizen's Engagement in Delivering SDGs in view of Covid-19 Pandemic”. They were presented at a webinar styled “New Challenges to SDG Delivery in BD and Budget21” yesterday.

Prof Mustafizur Rahman, a distinguished fellow at the Centre for Policy Dialogue (CPD), suggested raising the tax-GDP ratio to 14 per cent, avoiding loan traps induced by deficit financing, and joining initiatives for debt cancellation and global compacts for the private sector to attain the SDGs by 2030.

Mushtaque Chowdhury, vice-chairperson of Brac, spoke of the need for healthcare reforms, including increasing investment in healthcare from 1 per cent of GDP to 2.5 per cent and establishing a permanent health commission.

He also called for separating purchaser and provider to ensure accountability in procurements and good governance at the management level, and to tackle weaknesses in research and data.

Asif Ibrahim, an entrepreneur and a member of the platform's core group, suggested simplifying the process to avail government support in the form of working capital, initiating public-private partnerships to ensure housing and healthcare for workers and waiving VAT collection for a year.

Rasheda K Choudhury, executive director of the Campaign for Popular Education, stressed the need for allocations in education research and protecting gains made with regard to malnutrition and child labour.

Dr Iftekharuzzaman, executive director of the Transparency International Bangladesh, said the budget awarded corruption, encouraged inequality and went against the constitution, laws of the land and the SDGs all the while whistle-blowers were being harassed.

Shaheen Anam, executive director of the Manusher Jonno Foundation, said she found no budgetary measures on addressing the challenges such as domestic violence, increased work burden at home and child marriage faced by women now heightened by the pandemic.

Shamsul Alam, a member of the General Economics Division of the planning ministry, advocated for continuation of "soft lockdowns" and acknowledged the need for avenues other than banks for the financial inclusion of farmers.

Md Shahid Uz Zaman, executive director of the Eco Social Development Organization, said around 20 lakh people of plain land ethnic communities got no focus in the budget. Migrant workers in the north-western regions who were made redundant also necessitated attention.

Smallholder tea cultivators of Thakurgaon and Panchagarh are suffering from a drop in price of tea leaves from Tk 40 to Tk 14 a kilogram for a syndicate, he said.

There are doubts over how sharecroppers would avail the government support announced for farmers through the credit market as the package was intertwined with land ownership, he added.

Ashrafun Nahar Misti, executive director of Women with Disabilities Development Foundation, said the Bangladesh Bureau of Statistics needed to focus on generating data on whether the 18 lakh challenged persons were getting the government's allowance.

Just 1.96 per cent of the social safety net allocation was for the challenged, whose capacity for productivity again failed to get due recognition, she said.

Hassan Ali, president of the Ageing Support Forum, said the elderly, who constituted 8 per cent of the population, were not accommodated in the health budget.

১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে

m.newsg24.com/bangladesh-news/71985/find-out



১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে

ঢাকা : করোনাভাইরাসের প্রভাবে দেশের এক কোটি ৩০ লাখ নাগরিক চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন বলে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) এক সংলাপে উঠে এসেছে। সংস্থাটি বলেছে, কভিড-১৯-এর ফলে অস্থায়ী কিংবা খণ্ডকালীন কর্মসংস্থানের সঙ্গে নিয়োজিত নাগরিকরা চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে পড়েছেন।

২০১৬-১৭ শ্রমশক্তি জরিপের উপাত্ত পর্যালোচনা করে এ প্রাক্কলন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সিপিডি। বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় নিলে কর্ম হারানোর ঝুঁকিতে থাকা নাগরিকের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলেও জানিয়েছে সিপিডি। বৃহস্পতিবার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশের আয়োজনে এসডিজির নতুন চ্যালেঞ্জ ও বাজেট ২০২০-২১ শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সংলাপে এসব তথ্য জানানো হয়।

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম থেকে জানানো হয়েছে, কভিড-১৯-এর ফলে দেশের পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে পড়েছেন। চলমান অবস্থা থেকে উত্তরণে সরকার একটি বিশেষ অর্থনীতি পুনরুদ্ধার কার্যক্রম বিবেচনা করতে পারে। দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং নাগরিকদের কর্মসংস্থানসহ অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়ায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) কাঠামোকে অবলম্বন করে সরকারের অগ্রসর হওয়া উচিত বলেও মত দিয়েছে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম।

আলোচনায় অংশ নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘প্রস্তাবিত বাজেটে কালো টাকা সাদা করার যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে তাতে তেমন সুফল মিলছে না। আর প্রস্তাবিত বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে যে টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে তা অপ্রতুল। এটি বাড়ানো উচিত।’ এ ছাড়া করোনা মোকাবেলায় ১০ হাজার কোটি টাকার যে থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে, তার সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘আমাদের এখানে থোক বরাদ্দ মানেই অনিয়ম আর দুর্নীতি।’

সিপিডি'র সম্মানীয় ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'করোনাভাইরাসের প্রভাবে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে গেল। কারণ এসডিজি'র ১৭টি অতীষ্ট বাস্তবায়নে যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ দেওয়া দরকার ছিল, তা দেওয়া যায়নি। করোনার কারণে রাজস্ব আদায়ের হার কমে গেছে। রাজস্ব আদায়ের হার এখনো মোট জিডিপি'র মাত্র ১০ শতাংশের মধ্যে। ফলে এসডিজি-বিষয়ক অনেক খাতে কাঙ্ক্ষিত টাকা দেওয়া সম্ভব হয়নি।'

সংলাপে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেওয়া পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য (সিনিয়র সচিব) ড. শামসুল আলম বলেন, 'চলমান মহামারি থেকে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে সরকার একটি স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রম হাতে নেবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ সরকারের সব উন্নয়ন কার্যক্রমেই ঝুঁকিতে থাকা দেশের সব নাগরিকের সহযোগিতা দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় থাকবে।'

এসডিজি প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য সংলাপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, 'একটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে পর্যায়ক্রমে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চলমান সংকট থেকে পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম গ্রহণ জরুরি। অতিমারির ফলে সৃষ্ট নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজি কাঠামোকে বিশেষভাবে সন্নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে দেশের পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতার আওতায় আনার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া জরুরি।'

চলমান অতিমারিতে নারী, শিশু, বয়স্ক জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগোষ্ঠী, যুবসমাজসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ নিয়ে এ সংলাপে আলোচনা হয়। সংলাপে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরগুনা, সুনামগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, বগুড়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উন্নয়ন কর্মী-বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, গবেষক, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, যুব প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকরা অংশগ্রহণ করেন।

দেশের ১ কোটি ৩০ লাখ নাগরিক চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক : রাইজিংবিডি ডট কম

প্রকাশ: ২০২০-০৬-১৮ ১০:২০:০৬ পিএম || আপডেট: ২০২০-০৬-১৮ ১০:২০:০৬ পিএম



কোভিড-১৯ এর প্রভাবে দেশের ১ কোটি ৩০ লাখ নাগরিক চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন। বিশেষ করে, অস্থায়ী কিংবা খণ্ডকালীন কর্মসংস্থানে নিয়োজিত নাগরিকরা এই ঝুঁকিতে পড়েছেন।

২০১৬-১৭ শ্রমশক্তি জরিপের উপাত্ত পর্যালোচনা করে এ প্রাক্কলন করা হচ্ছে। বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় নিলে কর্ম হারানোর ঝুঁকিতে থাকা নাগরিকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে।

বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ-এর আয়োজনে ‘এসডিজির নতুন চ্যালেঞ্জ ও বাজেট ২০২০-২১’ শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সংলাপে এ তথ্য উঠে এসেছে।

এসডিজি প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য সংলাপে মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, দেশের সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে পড়েছেন পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। চলমান অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকার একটি বিশেষ অর্থনীতি পুনরুদ্ধার কার্যক্রম বিবেচনা করতে পারে। দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং নাগরিকদের কর্মসংস্থানসহ অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়ায় টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) কাঠামোকে অবলম্বন করে সরকারের অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

সংলাপে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য (সিনিয়র সচিব) ড. শামসুল আলম, এসডিজি প্ল্যাটফর্মের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

চলমান করোনা মহামারিতে নারী, শিশু, বয়স্ক জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত জনগোষ্ঠী, যুবসমাজসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ নিয়ে সংলাপে আলোচনা হয়।

এতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরগুনা, সুনামগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, বগুড়া সহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উন্নয়ন কর্মী-বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, গবেষক, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, যুব প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকরা অংশ নেন।

ঢাকা/মামুন/জেডআর



১৯৮-১৯৯, মাজার রোড,
মিরপুর-১, ঢাকা ১২১৬

এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা বা ছবি অনুমতি ছাড়া নকল করা বা অন্য কোথাও প্রকাশ করা সম্পূর্ণ বেআইনি। সকল স্বত্ত্ব www.risingbd.com কর্তৃক সংরক্ষিত

সমকাল

স্বাস্থ্যসেবার উন্নতি ছাড়া এসডিজি অর্জন হবে না

নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আলোচনায় বক্তারা

১৭ ঘণ্টা আগে

সমকাল প্রতিবেদক



করোনাভাইরাসের কারণে দেশে ১ কোটির বেশি মানুষ কর্মহীনতার ঝুঁকিতে পড়েছেন। এই ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও উপার্জনশীলতা ধরে রাখার উদ্যোগ দরকার। তা না হলে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) লক্ষ্যগুলো অর্জনের চ্যালেঞ্জ আরও বড় হবে। কিন্তু বাজেটে নতুন এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আলাদা করে কোনো উদ্যোগ নেই।

গতকাল বৃহস্পতিবার এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ আয়োজিত 'এসডিজির নতুন চ্যালেঞ্জ ও বাজেট ২০২০-২১' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। অনলাইনে আয়োজিত এই সভা সম্বলনা করেন নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

অনুষ্ঠানের সভাপতি সিপিডির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাচ্ছে না। রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক এলিটরা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে। সরকারি স্বাস্থ্যসেবা খুবই দুর্বল। এ অবস্থায় বাজেটে স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ যতটুকু আশা করা হয়েছে, তা দেওয়া হয়নি। আবার যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সেগুলো কোথায় খরচ হবে তা স্পষ্ট নয়। সার্বজনীন

স্বাস্থ্যসেবার জন্য সরকারকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে হবে। নতুবা এসডিজির লক্ষ্য অর্জন হবে না। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য অনুষ্ঠানের শুরুতে বলেন, করোনার কারণে এক কোটি ৩০ লাখ লোক কর্মহীনতার ঝুঁকিতে পড়েছেন। সামগ্রিকভাবে দেড় থেকে দুই কোটি মানুষ বাড়তি ঝুঁকিতে পড়েছেন। ভোগে, আয়ে এবং সম্পদে বৈষম্য বাড়ছে। করোনা মোকাবিলায় রাষ্ট্রীয় ব্যয় বাড়ানো, ঋণে ভর্তুকি, সুরক্ষাবলয় বাড়ানো ও তারল্য সঞ্চালনের নীতি সরকার নিলেও তা বাস্তবায়নের জন্য যে ধরনের আর্থিক কাঠামো দরকার তা অনেক দুর্বল। বাজেটে সেই দুর্বলতা কাটানোর পর্যাপ্ত উদ্যোগ নেই।

আলোচনা সভার বিশেষ অতিথি পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য শামসুল আলম বলেন, দারিদ্র্য বাড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কমপক্ষে ২ কোটি মানুষকে সহায়তা করতে হবে। কর্মসংস্থান কমবে ও বৈষম্য বাড়বে- এগুলো বাস্তবতা। উচ্চহারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি না হলে দারিদ্র্য নির্মূল হবে না। ক্ষুধা ও বৈষম্য কমবে না। কিন্তু এটা খুব কঠিন।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, শিক্ষায় আরও গুরুত্ব দিতে হবে। নতুবা ঋণে পড়া, শিশুশ্রম, বাল্যবিয়ে ও অপুষ্টি বাড়বে। স্কুল, শিক্ষকদের জন্য প্রণোদনা স্পষ্ট করা দরকার। সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, এসডিজির জন্য অর্থায়ন লাগবে। কিন্তু অর্থায়নের সুযোগ বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। ফলে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়নের সংকোচন দেখা দিতে পারে। এতে বাস্তবায়ন কঠিন হবে।

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, বাজেট দুর্নীতি সহায়ক, বৈষম্যমূলক ও এসডিজির লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কালো টাকা সাদা করার সুযোগে দুর্নীতি ও টাকা পাচার বাড়বে। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম বলেন, বাজেটে আলাদাভাবে নারীর জন্য কোনো পদক্ষেপ নেই। স্বাস্থ্য, শিক্ষা সূচকে এসডিজি বাস্তবায়নে সমস্যা হবে।

ব্র্যাকের সাবেক ভাইস চেয়ারপারসন মুস্তাক রেজা চৌধুরী বলেন, স্বাস্থ্য বাজেট বেড়েছে। বাড়তি বরাদ্দ কোথায় কীভাবে ব্যয় হবে তা ঠিক করতে হবে। সংস্কারের পথে এগোতে হবে। সংসদ সদস্য অ্যারোমা দত্ত বলেন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে সমন্বয় দরকার। সেগুলো সব পর্যায় থেকে করতে হবে। এজিং সাপোর্ট ফোরাম বাংলাদেশের সভাপতি হাসান আলী বলেন, বাজেটে প্রবীণদের জন্য উদ্যোগ যথেষ্ট নয়।

বিজিএমইএর পরিচালক আসিফ ইব্রাহিম বলেন, করোনার কারণে সব ধরনের ব্যবসা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। ফলে শ্রমিক-কর্মচারীদের কাজে বহাল রাখা চ্যালেঞ্জ। এক লাখ কোটি টাকার প্রণোদনা আছে। সহজভাবে বাস্তবায়ন চাই। তরুণ উদ্যোক্তা ফারিহা রাইদা ইসলাম বলেন, নতুন প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিচ্ছে না ব্যাংক। যাদেও আগে ব্যাংক ঋণ নেই, তাদের জন্য সরকারের নির্দেশনা দরকার। বরগুনার জাগো নারীর সিইও হোসনে আরা হাসি বলেন, উপকূলের ঝুঁকি মোকাবিলা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ দরকার। এসওএসের পরিচালক এনামুল হক বলেন, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে শিশুশ্রম বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সূচনা বক্তব্য রাখেন প্ল্যাটফর্মের সমন্বয়ক আনিসাতুল ফাতেমা। এ ছাড়া বগুড়া থেকে লাইট হাউজের হারুণ অর রশিদ, ঠাকুরগাঁও থেকে ড. শহীদুজ্জামান, প্রতিবন্ধীদের অধিকার কর্মী আশরাফুন নাহার মিষ্টি, আদিবাসী নেতা সঞ্জীব দ্রং, এশিয়া ফাউন্ডেশনের প্রধান কাজী ফয়সাল বিন সিরাজ, সুনামগঞ্জ থেকে কল্যাণ রেমাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এতে বক্তব্য রাখেন।

© সমকাল ২০০৫ - ২০২০

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন :
+৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭, +৮৮০১৯১৫৬০৮৮১২ (প্রিন্ট), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) | ইমেইল:
samakalad@gmail.com (প্রিন্ট), ad.samakalonline@outlook.com (অনলাইন)

দেশে চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে এক কোটি ৩০ লাখ নাগরিক

sharebiz.net/দেশে-চাকরি-হারানোর-ঝুঁকি/

শেয়ার বিজ্ঞ অনলাইন




নিজস্ব প্রতিবেদক: চলমান করোনা-১৯ অতিমারির ফলে দেশের ১ দশমিক ৩ কোটি (১ কোটি ৩০ লাখ) নাগরিক চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন। বিশেষ করে, অস্থায়ী কিংবা খণ্ডকালীন কর্মসংস্থানে নিয়োজিত নাগরিকেরা এই ঝুঁকিতে পড়েছেন। ২০১৬-১৭ শ্রমশক্তি জরিপের উপাত্ত পর্যালোচনা করে এ প্রাক্কলন করা হচ্ছে। বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় নিলে কর্ম হারানোর ঝুঁকিতে থাকা নাগরিকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে।

বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ-এর আয়োজনে এসডিজির নতুন চ্যালেঞ্জ ও বাজেট ২০২০-২১ শীর্ষক এক ভার্সুয়াল সংলাপে এসব তথ্য উঠে এসেছে। এসডিজি প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এ সংলাপে মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, দেশের পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে পড়েছেন। চলমান অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকার একটি বিশেষ অর্থনীতি পুনরুদ্ধার কার্যক্রম বিবেচনা করতে পারে। দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং নাগরিকদের কর্মসংস্থানসহ অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়ায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) কাঠামোকে অবলম্বন করে সরকারের অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। একটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চলমান সংকট থেকে পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম গ্রহণ জরুরি। অতিমারির ফলে সৃষ্ট নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজি কাঠামোকে বিশেষভাবে সন্নিবিদ্ধ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দেশের পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতার আওতায় আনার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর জরুরি।

সংলাপে বিশেষ অতিথি হিসেবে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য (সিনিয়র সচিব) ড. শামসুল আলম বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, চলমান অতিমারি থেকে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে সরকার একটি স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম হাতে নেবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ সব উন্নয়ন কার্যক্রমেই সরকার দেশের ঝুঁকিতে থাকা সকল নাগরিকদের সহযোগিতা প্রদানের ব্যাপারটি বিবেচনায় রাখবে।

এসডিজি প্ল্যাটফর্মের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান সংলাপে সভাপতিত্ব করেন। চলমান অতিমারিতে নারী, শিশু, বয়স্ক জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত জনগোষ্ঠী, যুবসমাজসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে এ সংলাপে আলোচনা হয়। সংলাপে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরগুনা, সুনামগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, বগুড়া সহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উন্নয়ন কর্মী-বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, গবেষক, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, যুব প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকরা অংশ নেন।

 প্রিন্ট করুন

দেশের ১.৩ কোটি নাগরিক চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে

unb.com.bd/m/bangla/category/বাংলাদেশ/দেশের-১.৩-কোটি-নাগরিক-চাকরি-হারানোর-ঝুঁকিতে/28369



এসডিজি কাঠামো অবলম্বনে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের সুপারিশ

করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট চলমান সংকটময় পরিস্থিতিতে দেশের ১.৩ কোটি নাগরিক চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন।

বিশেষ করে, অস্থায়ী কিংবা খণ্ডকালীন কর্মসংস্থানের সাথে নিয়োজিত নাগরিকেরা এই ঝুঁকিতে পড়েছেন বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

বৃহস্পতিবার এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশের আয়োজনে 'এসডিজি'র নতুন চ্যালেঞ্জ ও বাজেট ২০২০-২১' শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সংলাপে এ আশঙ্কা প্রকাশ করেন তারা।

তারা বলছেন, ২০১৬-১৭ শ্রমশক্তি জরিপের উপাত্ত পর্যালোচনা করে এ প্রাক্কলন করা হচ্ছে। বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় নিলে কর্ম হারানোর ঝুঁকিতে থাকা নাগরিকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে।

ভার্চুয়াল সংলাপে এসডিজি প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মূল প্রতিবেদন উপস্থান করেন।



Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

সংলাপে বক্তারা বলেন, একটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চলমান সংকট থেকে পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম গ্রহণ জরুরি। মহামারির ফলে সৃষ্ট নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজি কাঠামোকে বিশেষভাবে সন্নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দেশের পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতার আওতায় আনার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর জরুরি।

সংলাপে অংশ নিয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য (সিনিয়র সচিব) বলেন, ‘চলমান অতিমারি থেকে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে সরকার একটি স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম হাতে নেবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ সকল উন্নয়ন কার্যক্রমেই সরকার দেশের ঝুঁকিতে থাকা সকল নাগরিকদের সহযোগিতা প্রদানের ব্যাপারটি বিবেচনায় থাকবে।’

এসডিজি প্ল্যাটফর্মের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং সিপিডি’র চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান সংলাপে সভাপতিত্ব করেন।

চলমান মহামারিতে নারী, শিশু, বয়স্ক জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত জনগোষ্ঠী, যুবসমাজসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়েও সংলাপে আলোচনা হয়।

সংলাপে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরগুনা, সুনামগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, বগুড়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উন্নয়ন কর্মী-বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, গবেষক, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, যুব প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

Adopt SDG model for post-Covid reconstruction plan

 unb.com.bd/category/Bangladesh/adopt-sdg-model-for-post-covid-reconstruction-plan/53264



Speakers at a webinar on Thursday suggested the government adopt the underlying structure of the UN's Sustainable Development Goals (SDGs) for designing the national reconstruction plan in the aftermath of the devastation caused by COVID-19 to most sectors.

They also suggested the government include all the new challenges posed by the pandemic in the 8th 5-year-plan.

The observations were made at the virtual dialogue on SDG's new challenges and Budget 2020-21' arranged by Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh.

Dr Debapriya Bhattacharya, Convenor of the platform and Distinguished Fellow of Centre for Policy Dialogue (CPD), said around 1.75 crore people of the country are at risk of sliding into poverty (by falling below the poverty line) and 1.3 crore people are at risk of becoming newly unemployed

“We notice a weak financial structure in the proposed budget for 2020-21. The disparity in various sectors of society would go up further in the country. However, proper action plan is needed to implement the budget,” he also said.

Debapriya said the government should use the structure of SDGs in the national reconstruction plan and include all new challenges in the 8th five year plan.

“We strongly demand to the government for making divided information to meet the challenges. Transparency and accountability in all sectors of our society need to achieve the challenges of SDGs,” the noted economist also said.

Rasheda K Choudhury, a noted educator and former adviser to a caretaker government, said the education sector did not get due priority in the budget.

“The allocation for education sector is not enough. Private teachers don’t get their salaries now. Plus it’s not logical to increase the price of internet now,” she also said.

Dr. Iftekharuzzaman, Executive Director of Transparency International Bangladesh (TIB), said the government should prevent corruption at first to implement rule of law in the country.

“SDGs won’t be achieved if corruption and disparity are not eliminated. There is no guideline how to implement the allocations. The corrupt don’t get proper punishment now. Money launderers get facilities in the budget. The budget should be reconsidered to ensure rule of law and achieve the SDGs indexes,” he also added.

Dr Shamsul Alam, member (senior secretary) of the General Economic Division (GED) of Planning Commission, said the government laid emphasis on necessary sectors in the budget.

“The government is trying to give priority in realistic work plan to recover the crisis moment. We have short and medium term plans of three years to overcome the problems of COVID-19 alongside the 8th five year plan,” he added.

Dr Shamsul said “We need now to develop our skills and quality as well as ensure accountability to implement our activities.”